হেলেন কেলার

লেখা: ডেভিড এ. অ্যাডলার

ছবি: জন ওয়ালনার

অনুবাদঃসুচন্দ্রিমা চৌধুরী



হেলেন কেলার ছিলেন বধির এবং অন্ধ।

তা সত্ত্বেও, ছোটবেলা থেকেই তিনি

নিজের হাতের সাহায্যে কথা বলতে এবং
লিখতে শিখেছিলেন।

পরবর্তীকালে, তিনি বেশ কয়েকটি বই লেখেন
ও বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দেন।

তিনি শান্তি ও সমান অধিকারের কথা বলতেন,
ও তার জন্য লড়াইও করেছেন।

তিনি অনেক মানুষের মনে আশা
জাগিয়েছিলেন যে তারাও তাদের স্বপ্ন পূরণ
করতে পারে।

হেলেন কেলার ছিলেন তখনকার সময়ে মহান
নারীদের মধ্যে একজন।

হেলেন কেলার

লেখা: ডেভিড এ. অ্যাডলার

ছবি: জন ওয়ালনার

অনুবাদঃ পূর্ব ইয়াগনিক কুশওয়াহা



জোনাথন এবং লেয়া,

শানা, ডেভিড এবং শিরার প্রতি।

ডি.এ.এ.

সেসব বিদ্রোহী আত্মাদের জন্য

যারা স্পন্দিত হৃদয় নিয়ে

ভাল কিছু ঘটার অপেক্ষায় থাকে।

জে.সি.ডব্লিউ.

ক্রম



১। অসুস্থতা

হেলেন কেলার একজন লেখিকা এবং খুব ভাল বক্তা ছিলেন।

তিনি রাষ্ট্রপতিদের বন্ধু ছিলেন।

হেলেন ছিলেন বধির এবং অন্ধ।

এই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, তাঁকে সে সময়ের মহান নারীদের মধ্যে গণ্য করা হত।



হেলেনের জন্ম হয়েছিল ১৮৮০ সালের ২৭শে জুন, আলাবামার একটি ছোট শহরে।

তাকে খুব সুন্দর দেখতে ছিল, আর সে ছিল খুবই বুদ্ধিমতী।

ছয় মাস বয়স থেকেই সে কথা বলতে শুরু করে।

এক বছরের জন্মদিনে সে হাঁটতেও শুরু করে।





কিন্তু তারপর, তার দ্বিতীয় বছরের জন্মদিনের কয়েকমাস আগে হেলেন অসুস্থ হয়ে পরে।

ডাক্তার ভেবেছিলেন ছোট্ট হেলেন আর বাঁচবে না।

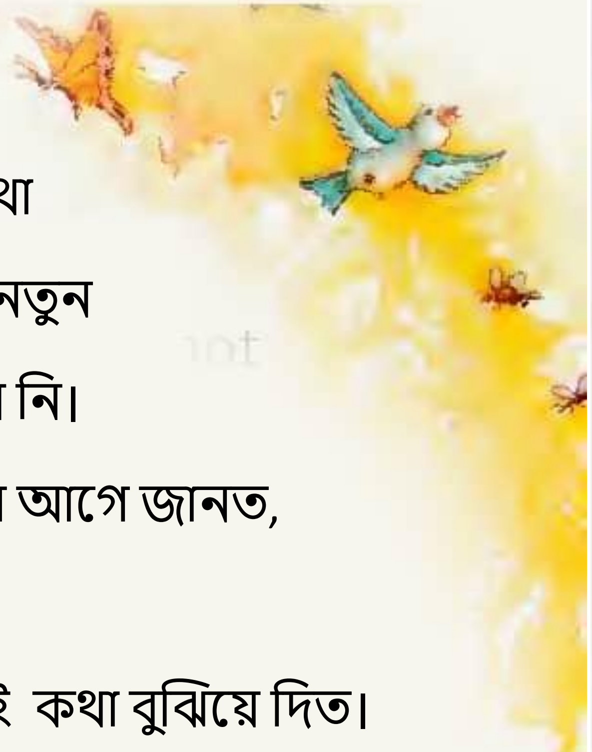
কিন্তু হেলেন বেঁচে যায়।

কিন্তু তার দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণশক্তি হারিয়ে যায়।

এই ঘটনার পর, হেলেনের কাছে পৃথিবী হঠাৎ অন্ধকার আর নীরব হয়ে যায়।



২. অন্ধকার থেকে আলোতে



হেলেন কেলার কোনো কথা
শুনতে পেত না, তাই সে নতুন
কোনো শব্দও শিখতে পারে নি।
তাই, শীঘ্রই যে স্কিছু শব্দ সে আগে জানত,
সেগুলোও ভুলে গেল।
হেলেন নিজের মতন করেই কথা বুঝিয়ে দিত।
যখন সে কাউকে ধাক্কা দিত,
তার মানে ছিল 'যাও'।
যখন সে কাউকে কাছে টেনে নিত,
তার অর্থ ছিল ‘এস'।
হেলেন যখন চশমা পরার ভান করত,
তার মানে ছিল তার 'বাবা'র কথা বলছে।











এভাবেই হেলেন এরকম ষাট রকমের অঙ্গভঙ্গি করে বিভিন্ন কথা বুঝিয়ে দিত।

এর বাইরেও অনেক কথা ছিল, যা সে বোঝাতে পারত না।

অনেক সময় হেলেন লোকেদের ঠোঁট ছুঁয়ে বুঝতে চেষ্টা করত।

যখন তাদের ঠোঁট নড়ত,

সে বুঝতে পারত যে তারা কিছু বলছে।

কিন্তু সে বুঝতে পারত না যে তারা কি বলছে।

হেলেনও তার ঠোঁট নাড়ত,

সে হাতও নাড়ত।

কিন্তু সে বুঝতে পারত যে সে কিছু বলতে পারছে না।



তাঁরা ওয়াশিংটন ডিসিতে আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের সাথে দেখা করতে গেলেন।

তিনি টেলিফোন আবিষ্কার করেছিলেন।

ডঃ বেল একসময় বধিরদের স্কুলে পড়াতেন।



"এটা বুঝে যে কি রাগ হত“, হেলেন পরে লিখেছিলেন, "আমি রাগে লাথি মারতাম আর চিৎকার করতাম।"

হেলেনের বাবা-মা এই দেখে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান।

কিন্তু কিছু ভাবেই তো হেলেনকে দেখতে বা শুনতে সাহায্য করার জন্য কিছু করা সম্ভব ছিল না।

তাই হেলেনের বাবা-মা হেলেনের জন্য একজন শিক্ষক খুঁজতে শুরু করলেন।

“উনি আমার সংকেত বুঝতে পেরেছেন।“ হেলেন পরে লিখেছিলেন।

"আমি অঁনার সাথে কথা বলতে পারছি আর সাথে সাথেই আমি ওনাকে ভালবেসে ফেললাম। "

ডঃ বেলই হেলেনের জন্য শিক্ষক খুঁজে পেতে সাহায্য করলেন।

৩. শব্দ জীবন পেল





হেলেন পরে লিখেছিলেন,

“ঐটি আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন, যে দিন আমার শিক্ষক অ্যান ম্যান্সফিল্ড সুলিভান আমার কাছে এলেন।”

দিনটি ছিল ৩রা মার্চ, ১৮৮৭। তখন হেলেনের বয়স ছিল ছয় বছর।





অ্যান প্রথম দিন হেলেনের হাতের তালুতে আঙুল দিয়ে লিখলেন কয়েকটা অক্ষর।

তিনি বললেন ডি- ও - এল-এল আর হেলেনের হাতে রাখলেন এক পুতুল।

হেলেনের কাছে এটা একটা খেলার মতন লাগছিল।

সে কিন্তু তখন এটা জানত না যে তার হাতের তালুতে লেখা শব্দটির মানে ছিল 'পুতুল'।

সে জানত না যে প্রতিটি জিনিসের একটি নাম আছে।

একদিন বাইরে হাঁটতে হাঁটতে

অ্যান এবং হেলেন

একটা জলের পাম্পের কাছে গেলেন।

অ্যান হেলেনের একটা হাত ধরে জলের ধারার মধ্যে রাখলেন।

তারপর হেলেনের অন্য হাতের তালুতে

ডাবলু-এ-টি-ই-আর (জল) লিখ্‌লেন।

তখনই হেলেনও বুঝতে পারল, অ্যান তাকে যা শেখানোর চেষ্টা করছিল।







সে বুঝতে পেরেছিল যে সবকিছুরই একটি নাম আছে।

সেই দিন হেলেন অনেক নতুন শব্দ শিখল।

সেই রাতে প্রথমবারের মতো হেলেন কেলার ঘুমাতে যাবার সময় আরেকটি নতুন দিনের জন্য উদ্‌গ্রীব অপেক্ষা করতে লাগল।

৪. ভালোবাসা এবং আশা



হেলেনের শত শত, তারপর হাজার হাজার নতুন শব্দ শিখল।

সে নিজের হাতের সাহায্যে কথা বলতে এবং শুনতেও শিখল।



১৯০০ সালে হ্যালেন

র‍্যাডক্লিফ কলেজে পড়তে গেল।

অ্যান সুলিভান তার পাশে বসতেন।

ক্লাসে যাই বলা হোক না কেন,

তিনি তা হেলেনের তালুতে লিখে তাকে বলতে থাকতেন।

কলেজে পড়তে পড়তেই হেলেন *"আমার জীবনের গল্প"* লিখেছিলেন ।

সারা বিশ্বের মানুষ সেই বই পড়লেন।

সে কাগজের উপর খাঁজ স্পর্শ করে পড়তে শিখে গেল।

এই বিশেষ লিপিটি অন্ধদের পড়ার জন্য বানানো।

একে ব্রেইল লিপি বলা হয়।

যখন হেলেনের বয়স দশ বছর, সে কথা বলতে শিখল। কিন্তু সে তার নিজের বা অন্যের বলা শব্দগুলো শুনতে পেত না।

এই কারণেই সে কখনও স্পষ্টভাবে কথা বলতেও শিখল না।







পরে, হেলেন অন্যান্য অনেক বই লিখেছিলেন।

তিনি আমেরিকা জুড়ে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি যেখানেই যেতেন, হাজার হাজার মানুষ তার কথা শুনতে আসতেন।

হেলেন ইউরোপ এবং জাপানেও ভ্রমণ করেছিলেন।

হেলেন নারী অধিকারের পক্ষে কথা বলতেন। তিনি মিছিলেও অংশগ্রহণ করতেন। তিনি শ্রমিক এবং দরিদ্রদের অধিকার নিয়েও অনেক লিখেছিলেন।



দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং পরে হেলেন যুদ্ধে অন্ধ ও বধির হয়ে যাওয়া সৈন্যদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন।

হেলেন তাদের মধ্যেও এই আশা জাগিয়েছিলেন, যাতে তারাও পরিপূর্ণ এবং সুখী জীবনযাপন করতে পারে।





হেলেন কেলার তাদের বলেছিলেন
যে তিনি একজন সুখী মানুষ,
কারণ তাঁর ভালো বন্ধু আছে এবং
জীবনে অনেক কিছু করার আছে।



১৯৬৪ সালে হেলেনের এত ভাল ভাল কাজের
জন্য রাষ্ট্রপতি লিন্ডন জনসন
তাঁকে রাষ্ট্রপতির স্বাধীনতা পদক প্রদান
করেন।



হেলেন ১৯৬৮ সালের পয়লা জুন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। এই খবর শুনে সারা বিশ্বের মানুষ চোখের জল ফেলে।

পৃথিবীশুদ্‌ধু মানুষ যাদের তিনি কোনোদিন দেখতে পাননি,তাদের কোনো কথাও তিনি শুনতে পাননি, তারা সবাই তাঁকে ভালোবাসত। আর হেলেন কেলারও তাদের ভালোবাসতেন।

গুরুত্বপূর্ণ তারিখ

২৭ জুন , ১৮৮০ - হেলেন কেলার আলাবামা তুসকুম্বিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন ।

১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারি - অসুস্থতার কারণে হেলেন অন্ধ ও বধির হয়ে যান।

১৮৮৭ সালের মার্চ - হেলেন অ্যান সুলিভানের সাথে দেখা করেন।

১৯০০ - হেলেন র‍্যাডক্লিফ কলেজের ছাত্রী হন। তিনি আমেরিকান ফাউন্ডেশন ফর দ্য ব্লাইন্ডের জন্য কাজ শুরু করেন।

অক্টোবর , ১৯৩৬ - অ্যান সুলিভান মারা যান।

১৯৬৪ - হেলেন কেলারকে প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম প্রদান করা হয়।

১ জুন , ১৯৬৮ - হেলেন কেলার মারা যান।

ডেভিড এ. অ্যাডলার একাধিক চিত্রিত জীবনীগ্রন্থের লেখক। *ডঃ মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের উপর তাঁর জনপ্রিয় রচনার পর এটি তাঁর দ্বিতীয় বই।* তিনি নিউ ইয়র্কে তাঁর পরিবারের সাথে থাকেন।

জন ওয়ালনার কয়েক ডজন শিশুদের বইয়ের চিত্রাঙ্কন করেছেন, যার মধ্যে ডেভিড এ. অ্যাডলারের চিত্রাঙ্কিত জীবনীও রয়েছে। দ্য হর্ন বুক হেলেন কেলারের এই চিত্রিত বইটির প্রশংসা করে লিখেছে, "সরল ভাষা এবং প্রাণবন্ত চিত্রাবলী হেলেনের জীবন এবং কৃতিত্বের একটি মৌলিক সারসংক্ষেপ প্রদান করে।"